ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 037 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩৭ ● কলকাতা ● ২৫ মাঘ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা


পর্ব 196

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যখন আত্মা শরীরের প্রতীক্ষা করে, তখন শরীর নিরর্থক বা মহত্ত্বহীন কি করে হতে পারে? আত্মা যে শরীরকে অনেক প্রতীক্ষার পরে পেয়েছে, সেই শরীরের রক্ষণাবেক্ষণ করাই দরকার। এটা আমাদের কর্তব্য নয়, আত্মার আবশ্যকতা। সেইজন্য শরীরের প্রতি লক্ষ্য দেওয়াই দরকার। শরীরকে স্বচ্ছ, পবিত্র, বিচারশূণ্য, প্রাকৃতিক রাখাই দরকার। ক্রমশঃ

# SIR শুনানির সময়সীমা বাড়ানোর জন্য দিল্লির কাছে আবেদন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

শনিবার SIR শুনানি প্রক্রিয়ার শেষ দিন ছিল। কিন্তু আরও সাত দিন বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে সিইও দফতরের তরফ থেকে। তবে রাজ্যে ১৫ থেকে ২০ টি বিধানসভার শুনানি প্রক্রিয়া শনিবারের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয়। তাই শুনানির সময়সীমা বাড়ানোর জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ডোমিসাইল বা স্থায়ী বাসিন্দা শংসাপত্র ইস্যু করা হয় রাজ্য সরকারের ১৯৯৯ সালের ২ নভেম্বরের নির্দেশিকা এবং তার পরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী। ওই নিয়ম মেনে জেলাশাসক, অতিরিক্ত

এরপর ৬ পাতায়

# নির্বাচনের আগে চাপে বিজেপি, মানুষের মন বুঝতে নয়া কর্মসূচি ঘোষণা শমীকের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যেই এসআইআর পর্ব চলায় বাংলার মানুষজনকে ব্যাপক হেনস্থা এবং হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আর তাতে জনসমর্থন তলানিতে পৌঁছে গিয়েছে। সেখানে বাংলার মানুষের অধিকার রক্ষায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনা বিজেপি যে মারাত্মক চাপে পড়ে গিয়েছে সেটা বোঝা গেল নয়া কর্মসূচি নেওয়ার মধ্য দিয়ে।

এছাড়া কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুফল ব্যাখ্যা করে ১০ হাজার চিঠি পৌঁছবে সমাজের নানা স্তরের মানুষের কাছে। এভাবেই সরাসরি তাঁদের পরামর্শ জানতে চাওয়া হবে। ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই মতামত সংগ্রহের কাজ চলবে। অথচ সংগঠন যে দুর্বল সে কথা স্বীকার করেননি বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এই বিষয়ে শমীকের বক্তব্য, '১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় ভ্রাম্যমাণ গাড়ি এই ড্রপ বক্স নিয়ে ঘুরবে। ৯৭২৭২৯৪২৯৪ এই নম্বরের মাধ্যমে ইমেল আইডি, কিউআর কোড বা সরাসরি দলীয় দফতরে চিঠির মাধ্যমে মানুষ তাঁর মতামত জানাতে পারবেন। আমাদের লক্ষ্য বেকার শিক্ষিত যুবকদের চাকরি, আমাদের অনুরোধ শিল্পপতিদের কাছে যাঁরা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ চাইছেন, আমরা পরামর্শ চাইছি।'

এবার জনগণের মন বুঝতে পথে নামতে চলল বঙ্গ-বিজেপি। আজ, শনিবার এই কর্মসূচির নাম ঘোষণা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। এই কর্মসূচির নাম-'সংকল্প পত্র পরামর্শ যাত্রা কর্মসূচি।

এদিকে এই কর্মসূচিতে নেমে জনতার পরামর্শ নিয়ে ইস্তেহার তৈরি করা হবে বলে জানিয়েছেন শমীক। আজ, শনিবার থেকে সেই যাত্রা শুরু হল। পশ্চিমবঙ্গে ১০০০টি জায়গায় থাকবে ড্রপ বক্স। যেখানে মানুষ তাঁদের পরামর্শ জমা দিতে পারবেন। এমনকী ফোন, চিঠি, ইমেল এবং কিউআর কোডের মাধ্যমে নিজেদের মতামত জানাতে পারবেন। যদিও এই পদ্ধতিতে কতটা সাফল্য মিলবে তা নিয়ে সন্দিহান সবপক্ষই। কারণ এর আগে মিস কলের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে নেমে ফ্লপ শো দেখতে হয় গেরুয়া শিবিরকে। এমনকী প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনার মাধ্যমে শূন্য ব্যালেন্স ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার কর্মসূচিও ধাক্কা খায়। তারপর এই দুই কর্মসূচি এখন উঠে গিয়েছে। তাতে তেমন সাড়া মেলেনি।

অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলার কপালে তেমন কিছু জোটেনি। সেখানে রাজ্য বাজেটে কল্পতরু হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুতরাং জোর ধাক্কা খেয়েছে বঙ্গ-বিজেপি। এই আবহে নয়া কর্মসূচি ঘোষণা করে হালে পানি পেতে চাইছে বলে মনে করা হচ্ছে। আজ সাংবাদিক বৈঠকে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'আমাদের সংকল্প পত্র (ইস্তেহার) যেন সর্বব্যাপী হয়, তাই সংকল্প পত্র পরামর্শ যাত্রা কর্মসূচি আজ থেকে শুরু হচ্ছে। ২ কোটি ৩৮ লক্ষ মানুষ বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আনতে পারে বিজেপি মনস্থির করেছে। তাই মানুষের পরামর্শ গ্রহণ করতে পশ্চিমবঙ্গের ১০০০টি জায়গায় থাকবে ড্রপ বক্স। এই কমিটির সকল সদস্য যাবে বিজেপির ৪৩টি সাংগঠনিক জেলায়।'

# তৃতীয় বিশ্ব প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ২০২৬-এ যোগ দিতে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দল সৌদি আরব যাচ্ছেন

**নয়াদিল্লি, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬**

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠের নেতৃত্বে ভারতের উচ্চপর্যায়ের এক প্রতিনিধি দল তৃতীয় বিশ্ব প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী (ডব্লুডিএস) ২০২৬-এ যোগ দিতে কিংডম অফ সৌদি আরবিয়ায় যাচ্ছেন। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁরা সেখানে যাবেন। এই বিশ্ব প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীতে ৭০০-রও বেশি প্রদর্শনকারী এবং প্রায় ৪০০ সরকারি প্রতিনিধি দল যোগ দেবে। ভারতীয় প্রতিনিধি দলে আছেন প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তর এবং সশস্ত্র বাহিনীর পদস্থ আধিকারিকরা।

ডব্লুডিএস-এ এই প্রথম ভারতীয় প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন হবে। ৪০০ বর্গমিটারেও বেশি এলাকা জুড়ে এই প্যাভিলিয়নের উদ্বোধন করবেন প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী। প্যাভিলিয়নে ভারতের প্রতিরক্ষা নির্মাণ এবং প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান দেশীয় সক্ষমতাকে তুলে ধরা হবে। দেশের প্রথম

এরপর ৪ পাতায়

# ডোমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য, মান্যতা নির্বাচন কমিশনের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যেই বাংলা জুড়ে চলছে এসআইআর পর্ব। যা নিয়ে মানুষজনকে চরম হেনস্থা এবং হয়রানির সম্মুখীন হতে হয়েছে। বিএলও থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে এবং চাপে মারা গিয়েছেন। এই আবহে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে মানুষের অধিকার এবং গণতন্ত্র রক্ষায় সওয়াল করেছিলেন।এছাড়া পশ্চিমবঙ্গে ডোমিসাইল বা স্থায়ী বাসিন্দা শংসাপত্র ইস্যু করা হয় রাজ্য সরকারের ১৯৯৯ সালের ২ নভেম্বরের নির্দেশিকা এবং তার পরবর্তী সংশোধনী অনুযায়ী। ওই নিয়ম মেনে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কালেক্টর দ্বারা জারি করা শংসাপত্রই শুধু গ্রহণযোগ্য হবে। ৭ তারিখ পর্যন্ত শুনানি পর্বের সময়সীমা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেটকে মান্যতা দেওয়ায় শেষ সময়ও পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী সোমবার আবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা রয়েছে। তার আগে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। সেখানে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট কেন মান্যতা দেওয়া হচ্ছে না? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছিলেন। এবার সেই ডোমিসাইল সার্টিফিকেটকেই মান্যতা দিল

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# ডোমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য, মান্যতা নির্বাচন কমিশনের

জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আর তার ফলে শুনানির শেষ দিনে নৈতিক জয় দেখছে তৃণমূল।

এদিকে আজ, শনিবার রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে শুনানির দিন বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব যায়। সেই প্রস্তাবে এখনও কোনও সাড়া না দিলেও ডোমিসাইল সার্টিফিকেটকে গ্রহণযোগ্য বলে নয়াদিল্লি থেকে জানিয়ে দেওয়া হল বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে। তাও শুনানির শেষ দিনে এই কথা জানানো হয়েছে। আসলে এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের শুনানি বাকি রয়ে গিয়েছে। তাতেই প্রশ্ন উঠেছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে তো? পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে বাড়তে পারে শুনানির দিন। তার মধ্যেই ডোমিসাইল সাটিফিকেটকে মান্যতা দিতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন।

অন্যদিকে এসআইআর নিয়ে এখন চাপে পড়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তার ফলে প্রথমে যা মেনে নেওয়া হবে না বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল সেটাকেই পরে মান্যতা দিতে হয়েছে। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডও রথমে মান্যতা পায়নি। পরে তা মান্যতা দিতে হয়েছে। আবার ডোমিসাইল সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও তাই হল। এই মর্মে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে চিঠি পাঠিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ওই চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর জারি হওয়া এসআইআর সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দা শংসাপত্র বৈধ যোগ্যতার নথির অন্তর্ভুক্ত। এই শংসাপত্র অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্ধারিত নিয়ম মেনে এবং নির্দিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা ইস্যু হতে হবে।

# বিজেপিতে নাম লেখাচ্ছেন প্রসেনজিৎ? বাড়িতে সুকান্তর যাওয়া নিয়ে জল্পনা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বাংলা চলচ্চিত্রে স্বঘোষিত মহানায়ক প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কি এবার বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন? শনিবার বিকেলে মহানগরীতে এটাই এখন সবথেকে বড় চর্চার বিষয়। বাবা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কি তিনি বিজেপিতে নাম লেখাতে চলেছে। শনিবার তাঁর বাড়িতে সুকান্ত মজুমদারের যাওয়া নিয়ে এমন জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে।কয়েক সপ্তাহ আগে রঞ্জিত মল্লিককে নিয়েও এমন জল্পনা ছড়িয়েছিল। তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে তৃণমূলের উন্নয়নের পাঁচালী শুনিয়েছিলেন অভিষেক। এবার প্রসেনজিতের বাড়িতে সুকান্তের যাওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তবে বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে অভিনেতার পক্ষ থেকে তেমন কোনও কথা বলা হয়নি। পদ্মশ্রীর শুভেচ্ছা জানাতেই বুম্বাদার বাড়িতে গিয়েছেন সুকান্ত। সাধারণতন্ত্র দিবসের আগেই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় কে পদ্ম সম্মানে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। দিনে দুনিয়ার অসম্মান ও অবদানের কারণে পদ্মশ্রী পেতে চলেছেন তিনি। শনিবার প্রসেনজিতের বালিগঞ্জের বাসভবনে আশঙ্কায় হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তার সঙ্গে হাজির ছিলেন অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষও। অভিনেতাকে উত্তরীয় পরিয়ে এবং রামলালার প্রতিকৃতি মূর্তি উপহার দিয়েছেন সুকান্ত। গোলাপের তোরাও তুলে দিয়েছেন অভিনেতার হাতে। এরপর এই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে তাহলে কি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ওরফে বুম্বাদা? যদিও এই প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, এই বাড়িতে আসার জন্য কোন রাজনীতির সঙ্গে চোখ থাকার প্রয়োজন নেই।। সব কিছুর সঙ্গে রাজনীতি যুক্ত করা উচিত নয়। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় পদ্ম সম্মান পেয়েছেন তাই তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন তিনি।

# ভোটের আগে ভাঙড়ে বৈঠক সারলেন নয়া পুলিশ কমিশনার, কী বিষয়ে আলোচনা?

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**ভাঙর :** সদ্য কলকাতা পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব নিয়েছেন সুপ্রতিম সরকার। দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রথমবার ভাঙড়ে এসে পুলিশ আধিকারকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। ভাঙড়ের কথা বললেন মানুষের মধ্যে বিশেষ চিত্র ফুটে ওঠে। ভোটের আগে পরিস্থিতি তপ্ত হয়ে ওঠার ঘটনা নতুন নয়। সেই পরিস্থিতির যাতে সৃষ্টি না হয়, সেই দিকে কড়া নজর রয়েছে পুলিশ কমিশনারের।উল্লেখ্য, এই সুপ্রতিম সরকার দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য পুলিশে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ পদে দায়িত্ব সামলেছেন। এখন সেি জায়গা থেকে তাঁকে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদে নিয়ে আসা হয়েছে। তাঁর ছেড়ে আসা জায়গায় এডিজি দক্ষিণবঙ্গ পদে বিনীত গোয়েলকে নিযুক্ত করা হয়েছে । তাঁকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ-র প্রধান পদ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।ভাঙরের রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা নতুন নয়। এই বিষয়টি নিয়ে পুলিশ অধিকারীদের সঙ্গে শনিবার বৈঠকে বসেছিলেন নতুন পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার। কলকাতা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে বেশ কিছুদিন আগে এসেছে ভাঙ্গর ডিভিশন। খুব তাড়াতাড়ি বিজয়গঞ্জ বাজার থানার উদ্বোধন হবে। এই কাজও চলছে। এই বিষয়টি নিয়েও প্রতিদিনের বৈঠকের কথা হয়েছে। যে সকল পুলিশ কর্মীরা ভাঙ্গরে রয়েছেন তাদের সুবিধা ও অসুবিধার বিষয়ক কথাবার্তা বলেছেন কলকাতার নতুন পুলিশ কমিশনার। এই দিনের বৈঠকে উঠে এসেছে রাজনৈতিক হিংসার কথাও। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন হিংসা কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সব ধরনের অশান্তির জন্য মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকবে পুলিশ। উল্লেখ্য, গত ৩১ জানুয়ারি লালবাজারে এসে কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন সুপ্রতিম সরকার । বিদায়ী কমিশনার মনোজ ভার্মা তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানিয়েছেন।

# সম্পাদকীয়

### শক্তি, সড়ক, রেল ও জল সংক্রান্ত ৪৬,৩০০ কোটি টাকারও বেশি একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রাজস্থান সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজস্থানের জয়পুরে 'এক বর্ষ-পরিণাম উৎকর্ষ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে রাজস্থান সরকার এবং রাজস্থানের মানুষকে অভিনন্দন জানান। রাজস্থানের উন্নয়নকে এক নতুন গতি ও দিশা দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভাকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই প্রথম বছরটি আগামী বছরগুলির উন্নয়ন যাত্রার শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সম্প্রতি 'রাইজিং রাজস্থান সামিট, ২০২৪' শীর্ষক অনুষ্ঠানে তাঁর অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্ব থেকে বিনিয়োগকারীরা রাজস্থানে বিনিয়োগের আগ্রহ নিয়ে ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। রাজস্থানে আজ ৪৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, এই প্রকল্পগুলি রাজ্যের জল সমস্যার সমাধান করবে এবং একে দেশের সবথেকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, এমন রাজ্যগুলির অন্যতম করে তুলবে। এর ফলে আরও বেশি বিনিয়োগকারী আসবেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটবে এবং কৃষক, মহিলা ও যুব সম্প্রদায় উপকৃত হবেন।

শ্রী মোদী বলেন, কেন্দ্র এবং এই রাজ্যের সরকার আজ সুশাসনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা যে সঙ্কল্প নেয়, তা পূরণ করে। মানুষ আজ তাঁর দলকেও সুশাসনের সঙ্গে একাকার করে দেখে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, সেজন্যই এতগুলি রাজ্যে মানুষ তাঁর দলকে সমর্থন করছে। টানা তিনবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার জন্য ভারতের মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ৬০ বছরে এমন নজির আর নেই। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের জন্য তিনি এই দুই রাজ্যের মানুষকে ধন্যবাদ জানান।

রাজস্থানের পূর্বতন সরকারগুলিকে তাদের কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রী ভৈরোঁ সিং শেখাওয়াতের আমলে রাজ্যে উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। শ্রীমতী বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়া সুশাসনের ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। শ্রী ভজনলাল শর্মার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এই সুশাসনকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে বলে তিনি জানান। গত এক বছরে

# মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**

**(একাদশ পর্ব)**

চাও'। বালিকা তার ছোট্ট তর্জনী অন্য দিকে রামকৃষ্ণের দিকে নির্দেশ করে বলল — একে। এরপর পাঁচ বছরের বালিকা সারদার বিবাহ হল চব্বিশ বছরের যুবক রামকৃষ্ণের সঙ্গে। রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী কালীর মন্দিরের পূজারি। চেতনানন্দ বুঝিয়ে বলছেন, এ ধরনের বাল্যবিবাহ সেকালে প্রচলিত ছিল। তবে, একে বলা উচিত বাগ্দান। কারণ, কন্যা দেহে-মনে সাবালিকা হওয়ার পরই তাকে শ্বশুরগৃহে পাঠানো হত। কিন্তু ঠাকুর ও শ্রীমায়ের বিবাহ এক আধ্যাত্মিক বন্ধন। ১৯২০ সালের ২০ জুলাই ৬৬

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

(২ পাতার পর)

# তৃতীয় বিশ্ব প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী ২০২৬-এ যোগ দিতে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধি দল সৌদি আরব যাচ্ছেন

সারির রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিরক্ষা সংস্থা এভিএনএল, এডব্লুইআইএল, এমআইএল, বিইএল, আইওএল, বিডিএল, ওয়াইআইএল তাদের তৈরি ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি গান সিস্টেম, ক্ষেপণাস্ত্র, রাডার, গোলাবারুদ প্রভৃতি তুলে ধরবে।

ডব্লুডিএস ২০২৬-এর ফাঁকে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী, সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি সেখানকার সামরিক শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গেও দু-দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং এক্ষেত্রে শিল্প সহযোগিতা প্রসার নিয়ে কথা বলবেন।

বিশ্ব প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী কিংডম অফ সৌদি আরবিয়ায় অনুষ্ঠিত এক দ্বিবার্ষিক আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী। ভারতের প্রতিরক্ষা শিল্পের ক্ষেত্রে এর কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে। ভারতের দেশজ উৎপাদন, উন্নত প্রযুক্তি নির্মাণ এগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি বিশ্ব প্রতিরক্ষা পরিমণ্ডলে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসার নিয়েও আলোচনার এটি একটি উপযুক্ত মঞ্চ।

## বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

ইনি প্রত্যালীঢ়পদা, দ্রংষ্টা করাল বদনা, উর্ধ্ব পিঙ্গল কেশী। ছয়টি দক্ষিণ করে বজ্র, বজ্রঘণ্টা, খড়্গা, ত্রিশূল, বাণ ও চক্র ধারণ করেন। ছয়টি বামহস্তে দেবী খট্টাঙ্গ, অঙ্কুশ, ধনু, পরশু, পাশ এবং হৃৎ প্রদেশে তর্জনী ধারণ করেন" (বিনয়তোষ ৬৩-৬৪)।

**ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের ওপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবে রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীর জবাবি ভাষণ

**(দ্বিতীয় পর্ব)**

**নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ২০২৫**

যন্ত্রাংশও এখন ভারতের ছোট এমএসএমইগুলিতে তৈরি হচ্ছে যা বিশ্বের আস্থা অর্জন করছে। বিশ্বের প্রধান দেশগুলি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কতে আগ্রহী জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির পর সাম্প্রতির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রশংসিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি বিশ্ব আস্থা এবং বিশ্ব স্থিতিশীলতা জোগানোর পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই চুক্তি এক দিকে নির্ণায়ক হয়ে বিশ্বের জন্য এক সদর্থক বার্তাবাহী হয়ে উঠেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রতিক এই যাবতীয় সম্ভবনার সুযোগ পৌঁছবে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে। তরুণ সম্প্রদায়ের অর্থ মধ্যবিত্ত, শহুরে, গ্রামীণ, পুত্র, কন্যা সকলে। এই যুব শক্তিতে দেশের গর্ববোধ হওয়া উচিত। বৈশ্বিক ক্ষেত্র তাদের জন্য নতুন সুযোগ করে দিচ্ছে। বিশ্বজুড়ে ভারতীয় পেশাদারদের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বের নানা কোম্পানি ভারতের শিক্ষিত প্রতিভাকে ব্যবহারের জন্য আমাদের দেশে কার্যালয় খুলছে।

শ্রী মোদী বলেন, রাজ্যসভায় সমস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব থাকে। কিন্তু বিতর্কের যে মান প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, তা আরও উন্নত হওয়া উচিত ছিল। তার কারণ দশকের পর দশক ধরে যারা দেশ শাসন করেছেন এবং দেশের সম্ভাবনাকে হেলায় হারিয়েছেন, দেশ এখন তাদেরকে কিভাবে বিশ্বাস করবে সেটাই বড় প্রশ্ন। এক সদস্যের ক্ষেত্রে পরিহাসের বিষয় হল, তিনি আর্থিক সমতা নিয়ে বলতে গিয়ে নিজেকে রাজা হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চান। দেশে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক বৈপরীত্য প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে তাতে সেই বক্তার অবস্থান নিয়েই সংশয় দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এই সরকারের নিজের দিকে তাকানো দরকার। মানদণ্ডের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তারা নিম্নমুখী। রাজ্যের মানুষকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে অন্যদেরকে তারা ভাষণ দিয়ে বেড়ায়। বেআইনী অনুপ্রবেশকারীদের সপক্ষে রাজ্যের অবস্থানের কঠোর নিন্দা করে শ্রী মোদী বলেন, এইসব অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের যুব সম্প্রদায়কে নিজস্ব অধিকার, জীবন ধারণ, জনজাতি ভূমি থেকে বঞ্চিত করছে, সেইসঙ্গে পুত্র-কন্যাদের জীবনে হুমকির মতো দেখা দিচ্ছে। মহিলাদের প্রতি নৃশংসতা বিনা বাধায় মেনে চলেছে। অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থ রক্ষায় যারা আদালতের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে তারা ভারতের যুব সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করছে যা ক্ষমার অযোগ্য বলে জানান প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বিরোধী সদস্যদের সমালোচনা করে বলেন, যাদের সরকার দুর্নীতি এবং অন্যায়ে নিমজ্জিত, তারা বস্তুত ঘৃণার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যে দীর্ঘ দশক ধরে তারা ক্ষমতায় ছিল। কিন্তু তাদের দুর্নীতি এবং ব্যর্থ প্রশাসন তাদের স্বরূপকে চিহ্নিত করেছে। তিনি বলেন, যখন কোনও বিল নিয়ে আলোচনা হয়, তখন গর্বের সঙ্গে তাদেরকে বলতে দেখা গেলেও অতীতের বোফর্স চুক্তির মতো কেলেঙ্কারি তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। নিজেদের পকেট ভর্তি করতে গিয়ে নাগরিকদের জীবনের উন্নতিতে তাদের লক্ষ্য ছিল না।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ২০১৪ সালের পূর্বে ছিল 'ফোন ব্যাঙ্কিং'-এর পর্ব। নেতাদের ফোনে কোটি কোটি টাকার ব্যাঙ্কিং বিতরণ হত, আর গরিব মানুষ অবহেলায় পর্যবসিত হয়ে ব্যাঙ্কিং সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। তিনি বলেন, জনসংখ্যার পঞ্চাশ শতাংশেরই কখনও ব্যাঙ্কে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। অন্যদিকে নেতারা নিজেদের জোর খাটিয়ে কোটি কোটি টাকা নিজের পছন্দের গোষ্ঠীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য করতো। ব্যাঙ্কের টাকা তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছিল। শ্রী মোদী জানান প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এক বৈদেশিক নেতা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সংস্কারের কাজে হাত দেওয়ার আগে ভারতের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে ভালো করে পর্যালোচনা করতে। তাতেই এই করুণ চিত্র ধরা পড়ে। খেলাপি ঋণের সংখ্যা অতীতের সরকারগুলির সময় পাহাড়প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর থেকেই প্রমাণিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কতখানি অবহেলিত ছিল।

শ্রী মোদী বলেন, তাঁর সরকার ধৈর্য্য এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অংশীদারদের মধ্যে আস্থা বর্ধন করে এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিয়ে আসে। দুর্বল রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাঙ্ক যারা কাজ করতে পারছিল না, তাদের শক্তিশালী ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া

**ক্রমশঃ**

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

# প্রধানমন্ত্রী ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কাঠামোকে স্বাগত জানিয়েছেন, এটিকে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি বলে অভিহিত করেছেন

**নয়া দিল্লি: ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী বাণিজ্য সমঝোতার কাঠামোর চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং এটিকে উভয় দেশের জন্য একটি দারুণ খবর বলে অভিহিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন যে এই কাঠামোটি ভারত-মার্কিন অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান গভীরতা, বিশ্বাস এবং গতিশীলতাকে প্রতিফলিত করে।

প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে এই চুক্তিটি কৃষক, শিল্পোদ্যোগী, এমএসএমই বা অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ, স্টার্ট-আপ উদ্ভাবক এবং মৎস্যজীবীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'কে শক্তিশালী করবে, পাশাপাশি নারী ও যুবকদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান গড়ে তুলবে।

তিনি আরও বলেন যে এই কাঠামোটি বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করবে, স্থিতিস্থাপক ও বিশ্বস্ত সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করবে এবং বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

একটি বিকশিত ভারত গড়ার ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ভারত ভবিষ্যৎমুখী বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা মানুষকে ক্ষমতায়ন করে এবং সম্মিলিত সমৃদ্ধি প্রচার করে।

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উল্লিখিত অন্তর্বর্তী চুক্তি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েলের এক্স পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে শ্রী মোদি এক্স-হ্যান্ডেলে লিখেছেন;

"ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য দারুণ খবর!

আমরা আমাদের দুটি মহান দেশের মধ্যে একটি অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কাঠামোর বিষয়ে সম্মত হয়েছি। আমাদের উভয় দেশের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্কের উন্নতির ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতির জন্য আমি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানাই।

এই কাঠামোটি আমাদের অংশীদারিত্বের ক্রমবর্ধমান গভীরতা, বিশ্বাস এবং গতিশীলতাকে প্রতিফলিত করে।

এটি ভারতের পরিশ্রমী কৃষক, শিল্পোদ্যোগী, এমএসএমই, স্টার্ট-আপ উদ্ভাবক, মৎস্যজীবী এবং আরও অনেকের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'কে শক্তিশালী করে। এটি নারী ও তরুণদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি করবে।

ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র উদ্ভাবন প্রচারে একটি অভিন্ন প্রতিশ্রুতি ভাগ করে নেয় এবং এই কাঠামোটি আমাদের মধ্যে বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করবে।

এই কাঠামোটি স্থিতিস্থাপক এবং বিশ্বস্ত সরবরাহ শৃঙ্খলকেও শক্তিশালী করবে এবং বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। ভারত যখন একটি বিকশিত ভারত গড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা এমন বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যা ভবিষ্যৎমুখী, আমাদের জনগণকে ক্ষমতায়িত করবে এবং সম্মিলিত সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

(১ম পাতার পর)

# SIR শুনানির সময়সীমা বাড়ানোর জন্য দিল্লির কাছে আবেদন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের

জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং কলকাতার ক্ষেত্রে কালেক্টর দ্বারা জারি করা শংসাপত্রই শুধু গ্রহণযোগ্য হবে। ৭ তারিখ পর্যন্ত শুনানি পর্বের সময়সীমা ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই ডোমিসাইল সার্টিফিকেটকে মান্যতা দেওয়ায় শেষ সময়ও পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী সোমবার আবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা রয়েছে। তার আগে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।দক্ষিণ ২৪ পরগণা ,মালদা, বিষ্ণুপুর সহ একাধিক বিধানসভায় ভোটারদের শুনানি পর্ব বাকি রয়েছে। ইতিমধ্যে জেলাশাসকদের তরফ থেকেও একাধিক বিধানসভায় শুনানি সময়সীমা বাড়ানোর জন্য নির্বাচনী মুখ্য আধিকারিকের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। একাধিক জেলা থেকে জেলাশাসকদের কাছ থেকে আসা সেই আবেদনের ভিত্তিতে কমিশনের সিইও দফতর শুনানি সময়সীমা বাড়ানোর জন্য দিল্লির জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিল। শুধু তাই নয় ,এর পাশাপাশি , ডোমিসাইল সার্টিফিকেটকেই মান্যতা দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আর তার ফলে শুনানির শুনানির শেষ দিনে নৈতিক জয় দেখছে তৃণমূল।

এদিকে শনিবার রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে শুনানির দিন বাড়ানোর জন্য প্রস্তাব যায়। সেই প্রস্তাবে এখনও কোনও সাড়া না দিলেও ডোমিসাইল সার্টিফিকেটকে গ্রহণযোগ্য বলে নয়াদিল্লি থেকে জানিয়ে দেওয়া হল বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে। আসলে এখনও লক্ষ লক্ষ মানুষের শুনানি বাকি রয়ে গিয়েছে। তাতেই প্রশ্ন উঠেছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হবে তো? পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে বাড়তে পারে শুনানির দিন। তার মধ্যেই ডোমিসাইল সাটিফিকেটকে মান্যতা দিতে বাধ্য হল নির্বাচন কমিশন।

অন্যদিকে, এসআইআর নিয়ে এখন চাপে পড়ে গিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তার ফলে প্রথমে যা মেনে নেওয়া হবে না বলে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল সেটাকেই পরে মান্যতা দিতে হয়েছে। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডও প্রথমে মান্যতা পায়নি। পরে তা মান্যতা দিতে হয়েছে। আবার ডোমিসাইল সার্চিফিকেটের ক্ষেত্রেও তাই হল। এই মর্মে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে চিঠি পাঠিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ওই চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের ২৭ অক্টোবর জারি হওয়া এসআইআর সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী স্থায়ী বাসিন্দা শংসাপত্র বৈধ যোগ্যতার নথির অন্তর্ভুক্ত। এই শংসাপত্র অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্ধারিত নিয়ম মেনে এবং নির্দিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা ইস্যু হতে হবে।

# সিনেমার খবর

## ‘পাঠান’ সিনেমার রেকর্ড ভাঙল সানির ‘বর্ডার ২’

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বলিউডের শক্তিমান অভিনেতা সানি দেওল অভিনীত ও অনুরাগ সিং পরিচালিত বহুল প্রতীক্ষিত যুদ্ধভিত্তিক সিনেমা ‘বর্ডার ২’ বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে চলছে। দেশপ্রেম ও যুদ্ধের আবহে তৈরি এ সিনেমা মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। মুক্তির প্রথম দিন থেকেই বক্স অফিসে দুর্বার গতিতে চলছে।

২৩ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে বিশ্বজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই দুর্দান্ত গতি ধরে রেখেছে 'বর্ডার ২' সিনেমা। মুক্তির চতুর্থ দিনে সিনেমাটি একদিনে সর্বোচ্চ আয় করে একাধিক রেকর্ড ভেঙেছে। এ দিনেই শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ সিনেমার চতুর্থ দিনের আয়কেও ছাপিয়ে গেছে।

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের ছুটির সুবাদে গত সোমবার ‘বর্ডার ২’ ভারতীয় বক্স অফিসে একদিনে ৫৯ কোটি টাকা আয় করেছে, যা মুক্তির পর এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ একদিনের আয়। যুদ্ধভিত্তিক এ সিনেমা শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও দাপট দেখাচ্ছে। এর মধ্যেই ‘বর্ডার ২’ সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ২০০ কোটির ক্লাবে জায়গা করে নিয়েছে। অনুরাগ সিং পরিচালিত এ সিনেমা দুনিয়াজুড়ে ২৩৯ কোটি ২০ লাখ টাকা আয় করেছে।

‘বর্ডার ২’ সিনেমায় অভিনেতা সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ানের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেঠি, মোনা সিং, অন্যা সিং, মেধা রানা, সোনম বাজওয়া।

এর আগে ১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া ‘বর্ডার’ সিনেমাটিও বক্স অফিসে দারুণ সফলতা পেয়েছিল। জেপি দত্ত পরিচালিত সেই সিনেমায় ছিলেন সানি দেওল, সুনীল শেঠি, অক্ষয় খান্না, জ্যাকি শ্রফ, টাবু, পূজা ভাট, রাখীসহ আরও অনেকেই।

‘বর্ডার ২’ সিনেমা মুক্তির পর বিশ্বব্যাপী আয়ের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছে। প্রভাসের ‘দ্য রাজা সাব’ সিনেমাটিকে টেক্কা দিয়েছে ‘বর্ডার ২’। মারুতি পরিচালিত দক্ষিণী সিনেমাটি আয় করেছিল ২০৫ কোটি ৬৬ লাখ টাকা।

‘বর্ডার ২’ মুক্তির প্রথম দিন ৩০ কোটি টাকা আয় করে শুরুটা ভালোই করেছে। দ্বিতীয় দিনে আয় দাঁড়ায় ৩৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা। তৃতীয় দিনে ৫৪ কোটি ৫ লাখ টাকা। চতুর্থ দিনে অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে আয় করে ৫৯ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে চার দিনে ভারতীয় বক্স অফিসে ‘বর্ডার ২’ সিনেমার মোট আয় দাঁড়িয়েছে ১৮০ কোটি রুপি।

সেই সঙ্গে চতুর্থ দিনের আয়ের নিরিখে ‘বর্ডার ২’ একাধিক হিট সিনেমার রেকর্ড ভেঙেছে। একদিনে ৫৯ কোটি রুপি আয় করেছে সিনেমাটি। অন্যদিকে বলি বাদশাহ শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ সিনেমার চতুর্থ দিনের আয় ছিল ৫১ কোটি ৫ লাখ টাকা। সানি দেওলের ‘গদর ২’ চতুর্থ দিনে ৩৮ কোটি ৭০ লাখ রুপি ব্যবসা করেছিল। হৃতিক রোশন অভিনীত ‘ফাইটার’ সিনেমার আয়ের অঙ্ক ছিল ২৯ কোটি টাকা।

গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ছাভা’ মুক্তির চার দিনের দিন ২৪ কোটি রুপি কামিয়েছিল। আর ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়া সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ চতুর্থ দিনে আয় করেছিল ২৩ কোটি ২৫ লাখ টাকা। এসব হিট সিনেমাকে চতুর্থ দিনের আয়ের দিক থেকে পেছনে ফেলেছে ‘বর্ডার ২’।

## সারার পর ইব্রাহিমকে ‘নির্লজ্জ’ বললেন ওরি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বলিউড অভিনেত্রী সারা আলি খান ও সেলিব্রেটি ওরির বিরোধ এখন চর্চায়। সম্প্রতি সারার ক্যারিয়ার সম্পর্কে ওরির মন্তব্য দুজনের মধ্যে একটা বড় বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সম্প্রতি মুখ খুলেছেন ওরি। সারার মা অমৃতা সিংকেও ছেড়ে কথা বলেননি। এবার ভাই ইব্রাহিম আলি খানের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন নেটপ্রভাবী। ‘নির্লজ্জ’ বলে আক্রমণ করলেন সাইফ আলি খানের ছেলেকে।

এল্ভিশ যাদবের পডকাস্টে উপস্থিত ছিলেন নেটপ্রভাবী ওরি। সেখানে ইব্রাহিমকে নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেন তিনি। সেখানে সারা আলি খানকে নিয়েও নানা কথা বলেন ওরি। সেই পডকাস্টের ঝলক সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে ভাইরাল হয়ে পড়ে।

এর মাঝেই ওরিকে এল্ভিশ প্রশ্ন করেন, বিনোদন জগতে সবচেয়ে নির্লজ্জ কে? দুবার না ভেবে ওরি বলেন, 'ইব্রাহিম আলি খান সবচেয়ে নির্লজ্জ। ওকেও পডকাস্টে ডাকতে পারেন।' সারার সঙ্গে বন্ধুত্ব নিয়েও কথা বলেন ওরি। এ নেটপ্রভাবী বলেন, এমন নয় যে বলিউডের তারকারা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছিলেন। আমাকে পরে সেখানে যোগ করা হয়েছে।

সারা ও ওরি পরস্পরকে ইনস্টাগ্রামে ‘আনফলো’ও করে দিয়েছেন। কিছু দিন আগে ওরি তার সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও পোস্ট করেন। সবচেয়ে খারাপ কিছু নামের উদাহরণ দিয়েছেন ওরি। সেই তালিকায় তিনটি তাৎপর্যপূর্ণ নাম ছিল— অমৃতা সিং, সারা ও পলক।

সেখান থেকেই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। সারার মা অমৃতা সিং, ভাই ইব্রাহিম আলি খান এবং আলোচিত প্রেমিকার নাম পলক তিওয়ারি। এমনকি সারার কর্মজীবন নিয়েও ব্যঙ্গ করেন ওরি। সারার মা অমৃতা সিংহের সঙ্গে তার কোনো সমস্যা হয়েছে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, অভিনেত্রী সারা আলি খানের সঙ্গে ফোনে প্রথমে যোগাযোগ হয়েছিল নেটপ্রভাবী ওরির। পরে নিউইয়র্কে গিয়ে সামনাসামনি সাক্ষাৎ হয় তাদের। এক বন্ধু মারফত তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকেই ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। প্রায়ই তারা নিউইয়র্ক শহরে দেখা করতেন। কিন্তু সম্প্রতি সেই বন্ধুত্ব ভেঙে গেছে।

## দীপিকার সিনেমা ‘ছিনতাই’ করলেন সাই পল্লবী!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না— এই শর্ত রেখে বেশ কয়েকটি কাজ হারিয়েছেন। আর বেশি পারিশ্রমিকের দাবিও ছিল তার আরেকটি কারণ। প্রথমে তিনি বাদ পড়েন সন্দীপ রেড্ডি বাঙ্গার ‘স্পিরিট’ সিনেমা থেকে। সেই সিনেমায় তার জায়গায় অভিনয় করেছেন অভিনেত্রী তৃপ্তি দিমরি। এমনই আরও একটি সিনেমায় এবার দীপিকা পাড়ুকোনের জায়গায় অভিনয় করছেন অভিনেত্রী সাই পল্লবী।

দীপিকা পাড়ুকোনের আট ঘণ্টার কাজের দাবি নিয়ে অনেক দিন ধরেই আলোচনা-সমালোচনা চলছে বলিপাড়াসহ সামাজিক মাধ্যম নেটদুনিয়ায়। এই আট ঘণ্টার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হাতছাড়া হয় সিনেমা ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’র সিক্যুয়েলও।

‘কল্কি ২৮৯৮ এডির সিনেমায় অতিগুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। সেই চরিত্রটি ছাড়া সিক্যুয়েল প্রায় অসম্ভবই ছিল। কিন্তু কাজে ‘দায়বদ্ধতার অভাবের’ দরুণ নাকি বাদ পড়েছেন অভিনেত্রী। এ দাবি নির্মাতাদের।

নাগ অশ্বিন পরিচালিত সেই সিনেমাতেই দীপিকা অভিনীত চরিত্রে সাই পল্লবীকে দেখা যাবে বলে গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। তবে নির্মাতাদের তরফ থেকে এখনো কোনো কিছু জানানো হয়নি।

‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ সিনেমার দর্শকদের অবশ্য অনুমান— সিক্যুয়েলে হয়তো দীপিকার চরিত্রটিকে মৃত হিসাবে দেখানো হবে। নতুন একটি চরিত্রে পরিচয় করানো হবে সাইকে। অভিনেত্রীর তরফ থেকেও এখনো কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন এ সিনেমা থেকে বাদ পড়ার পর প্রথমে শোনা গিয়েছিল, এ চরিত্রে হয়তো আলিয়া ভাটকে দেখা যাবে। এখন দেখার বিষয়— সত্যিই এ চরিত্রে সাই পল্লবীকে দেখা যাবে কিনা।

ঠিক কেন বাদ পড়েছিলেন দীপিকা এ সিনেমা থেকে? প্রভাস অভিনীত সিনেমায় থেকে বাদ পড়ার আগে ২০ দিন শুট করে ফেলেছিলেন অভিনেত্রী। কাজ শুরুর পরেই নাকি ঝামেলা শুরু। কী হয়েছিল?

এ বিষয়ে প্রযোজনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, দীপিকা পাড়ুকোন নাকি তার পারিশ্রমিক ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে বলেন। সেই সঙ্গে ৭-৮ ঘণ্টার বেশি কাজ না করতে পারার শর্তও দিয়েছিলেন তিনি। তার পরেই নির্মাতারা বিবৃতিতে প্রকাশ করেন— তাদের সিনেমায় আর দীপিকা অভিনয় করবেন না।

## টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

# ‘পাকিস্তানকে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় করে দিতে পারতাম’, আক্ষেপ ডাচ পেসারের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পুঁজি খুব বড় না হলেও দুর্দান্ত বোলিংয়ে পাকিস্তানের বিপক্ষে স্মরণীয় এক জয়ের দারুণ সম্ভাবনা তৈরি করেছিল নেদারল্যান্ডস। ম্যাচের ১৯তম ওভার শুরুর আগ পর্যন্ত জয়ের পাল্লা ছিল ডাচদের দিকেই। কিন্তু একটি সহজ ক্যাচ হাতছাড়া হওয়ায় মুহূর্তেই বদলে যায় ম্যাচের চিত্র। শেষ পর্যন্ত হারের দায় নিজেদের কাঁধেই চাপালেন নেদারল্যান্ডসের পেসার

১৪৭ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে পাকিস্তান। নিয়মিত উইকেট তুলে নিয়ে ১১৪ রানেই সাবেক বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ৭ উইকেট শিকার করে নেদারল্যান্ডস। তখনই ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করে ইউরোপীয় দলটি।

তবে শেষদিকে একাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন ফাহিম আশরাফ। ১১ বলে ৩ ছক্কা ও ২ চারে অপরাজিত ২৯ রান করে পাকিস্তানকে এনে দেন ৩ উইকেটের নাটকীয় জয়।

১৯তম ওভারেই ফাহিমকে ফিরিয়ে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল নেদারল্যান্ডস। সে সময় পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল ১১ বলে ২৩ রান। কিন্তু লং-অনে সহজ ক্যাচ ধরতে ব্যর্থ হন মাক্স ও’ডাউন। জীবন পেয়ে ওই ওভারের শেষ চার বলেই দুটি ছক্কা ও একটি চার হাঁকান ফাহিম। সেই ওভার থেকেই আসে ২৪ রান, যা কার্যত ম্যাচটি ডাচদের হাতছাড়া করে দেয়। শেষ ওভারে আরেকটি চার মেরে পাকিস্তানের জয় নিশ্চিত করেন তিনি।

জয়ের খুব কাছ থেকে ফিরে আসায় মাঠেই হতাশায় ভেঙে পড়েন নেদারল্যান্ডসের ক্রিকেটাররা। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে আক্ষেপ ঝরেছে পল ফন মিকেরেনের কণ্ঠে।

তিনি বলেন,'আমি আমার দলকে নিয়ে ভীষণ গর্বিত। আমরা হয়তো যত রান চেয়েছিলাম, তা তুলতে পারিনি। কিন্তু পাকিস্তানের ভালো শুরুর পর যেভাবে আমরা ম্যাচে ফিরে এসেছি, সেটাই আমাদের দলের সংস্কৃতি এবং কখনো হাল না ছাড়ার মানসিকতার প্রতিফলন।'

ক্যাচ মিসের কথায় সরাসরি দায় স্বীকার করে মিকেরেন আরও বলেন,'এটা পরিষ্কার, ক্যাচই ম্যাচ জেতায়। আমি খুব স্পষ্টভাবে বলতে চাই, আজ পাকিস্তান ম্যাচটা জেতেনি; আমরাই হেরেছি। বিশেষ করে বোলিং বিভাগে আমরা ছিলাম ভালো দল এবং এই ম্যাচে জয় আমাদেরই প্রাপ্য ছিল। এমনকি আজকের ম্যাচের পরই হয়তো পাকিস্তানকে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় করে দিতে পারতাম। তাই এটা দুঃখজনক, কিন্তু যা হওয়ার হয়ে গেছে।'

চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ না খেলার ঘোষণা আগেই দিয়েছিল পাকিস্তান। ফলে শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি না হলে এবং নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে হারলে পরের রাউন্ডে ওঠা কঠিন হয়ে পড়তে পারত সালমান আলি আগার নেতৃত্বাধীন দলের জন্য। সে দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন নেদারল্যান্ডসের ফন মিকেরেন। তবে ফাহিম আশরাফের কার্যকর ক্যামিও ইনিংসে জয় তুলে নিয়ে সব শঙ্কা দূরে সরিয়ে দেয় পাকিস্তান।

# শেফার্ডের হ্যাটট্রিকে জয় দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু ওয়েস্ট ইন্ডিজের

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

রোমারিও শেফার্ডের দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকে জয় দিয়েই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শুরুতে লড়াই জমিয়ে তুললেও শেষ পর্যন্ত ক্যারিবীয় পেসারের তাণ্ডবে ৩৫ রানে হার মানে স্কটল্যান্ড।

কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে টস জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় স্কটিশরা। সতর্ক শুরু করে ক্যারিবীয়রা। পাওয়ার প্লের ছয় ওভারে কোনো উইকেট না হারালেও সংগ্রহ ছিল মাত্র ৩৩ রান। ওপেনার শাই হোপ ও ব্রেন্ডন কিং ৫০ বলে ৫২ রানের জুটি গড়েন। হোপ ২২ বলে ১৯ এবং কিং ৩০ বলে ৩৫ রান করে আউট হন।

মাঝের ওভারগুলোতে রানের গতি বাড়ান সিমরন হেটমায়ার, রভম্যান পাওয়েল ও শেরফান রাদারফোর্ড। পাওয়েল ১৪ বলে ২৪ এবং রাদারফোর্ড ১৩ বলে ২৬ রান যোগ করেন। তবে ইনিংসের মূল আকর্ষণ ছিলেন হেটমায়ার। ৩৬ বলে ২টি চার ও ৬টি ছক্কায় ঝোড়ো ৬৪ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। তার ব্যাটে ভর করে ৫ উইকেটে ১৮২ রানের চ্যালেঞ্জিং সংগ্রহ দাঁড় করায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। স্কটল্যান্ডের হয়ে ব্র্যাড কুরি ২৩ রানে নেন দুটি উইকেট।

১৮৩ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় স্কটল্যান্ড। মাত্র ৩৭ রানেই হারায় ৩ উইকেট। এরপর অধিনায়ক রিচি বেরিংটন ও টম ব্রুস ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেন। চতুর্থ উইকেটে ২ উইকেটেই ১১৫ রান যোগ করেন তারা। বেরিংটন ২৪ বলে ৪২ এবং ব্রুস ২৮ বলে ৩৫ রান করে আউট হন।

ঠিক তখনই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন রোমারিও শেফার্ড। ১৭তম ওভারে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বলে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন এই ক্যারিবীয় পেসার। একই ওভারে শেষ বলে আরও একটি উইকেট নেন তিনি। ওই ওভারেই চার উইকেট তুলে নিয়ে স্কটল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ গুঁড়িয়ে দেন শেফার্ড। শেষ পর্যন্ত ১৮.৫ ওভারে ১৪৭ রানে অলআউট হয় স্কটিশরা।

৫ উইকেট মাত্র ২০ রানে নিয়ে ম্যাচসেরা পারফরম্যান্স উপহার দেন শেফার্ড। তার বিধ্বংসী বোলিংয়ে ভর করেই বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয় তুলে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR